দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 6 MAY 1990
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

12

৬/

ভুয়া আমন্ত্রণপত্র বিলি করিয়া মোটা অংকের চাঁদা আদায়

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, বাংলাদেশস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও একজন জাতীয় অধ্যাপকের নাম ব্যবহার করিয়া অর্থ তোলা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যাত্রার

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ভুয়া আমন্ত্রণপত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাক্কালে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে কিছুই জানেন না। আমন্ত্রণপত্রে সভাপতি হিসাবে ভিসির নাম ব্যবহার করা হইলেও ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া স্বয়ং বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। গতকাল রাতে পত্রিকায় পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির নাম ব্যবহার করিয়া কে বা কাহারা একটি 'মহতী সংবর্ধনার' আমন্ত্রণ লিপি বিভিন্ন মহলে বিতরণ করিতেছে। এই আমন্ত্রণ লিপিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাওয়ার প্রাক্কালে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত আমন্ত্রণপত্রে ভিসিকে অনুষ্ঠানের সভাপতি, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহিদুল ইসলামকে প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলামকে বিশেষ অতিথি হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, এই আমন্ত্রণপত্র বিলি করিয়া কোন কোন ব্যক্তি বিভিন্ন মহল হইতে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করিতেছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা ভিসি এ ধরনের কোন অনুষ্ঠানের সহিত কোনভাবেই সম্পৃক্ত নন এবং এ ব্যাপারে ভিসি কিছুই জানেন না।

এব্যাপারে গতকাল রাতে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলামের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, 'আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না'।